সমিতির বর্তমান বোর্ড পরিচিতি

মোঃ জামিল হোসেন
সভাপতি
সমিতি বোর্ড

জহুর আহমেদ
সহ-সভাপতি
সমিতি বোর্ড

মোঃ আশরাফুল ইসলাম
সচিব
সমিতি বোর্ড

আজিজা আকতার আমিন
কোষাধ্যক্ষ
সমিতি বোর্ড

মোঃ ওয়াছেক আলী সোনার
মনোনীত পরিচালক

মোঃ সোহরাব হোসেন
এলাকা পরিচালক

মোঃ মাহফুজুল হক
এলাকা পরিচালক

মোঃ আনোয়ার হোসেন
মনোনীত পরিচালক

মোছাঃ মর্জিনা খাতুন
মনোনীত মহিলা পরিচালক

শিউলী রাণী মৈত্র
মনোনীত মহিলা পরিচালক

নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর সেচ কার্যক্রম পরিদর্শনকালে কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব মাহফুজা আখতার, উপসচিব, বিদ্যুৎখস মন্ত্রণালয়। এসময় সাথে আছেন নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ ও ১ এর জেনারেল ম্যানেজারদ্বয়।

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা' ২০২২ এ চারঘাট উপজেলায় স্টল পরিদর্শন করছেন উপজেলা চেয়ারম্যান, মেয়র, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়। পরিসের কার্যক্রম উপস্থাপন করছেন চারঘাট জোনাল অফিসের ডিজিএম মহোদয়।

"গ্রাহকগণই সমিতির মালিক ও সেবক"

চেয়ারম্যান এর বাণী

"বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম"

০১ ॥ স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬নং অনুচ্ছেদে "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে আমুল রুপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন" মর্মে অঙ্গীকার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন, "বিদ্যুৎ ছাড়া কাজ হয় না, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার শতকারা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। ...গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চালু করিতে পারিলে কয়ের বছরের মধ্যে আর বিদেশ হইতে খাদ্য করিতে হইবে না।" জাতির পিতার সুদুরপ্রসারী এ চিন্তা ভাবনার ধারাবাহিকতায় পল্লীর জনগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়।

০২ ॥ বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমগ্র বাংলাদেশে গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুতায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের পল্লী অঞ্চলের শতভাগ এলাকা বিদ্যুতায়নের করা হয়েছে। বর্তমানে পল্লী বিদ্যুতের আওতাধীন গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন পবিসসমূহের বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ৮,৮২০ মেগাওয়াট, যা দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৬০ শতাংশ। মাসিক বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ ২,৭১১ কোটি টাকা। মোট বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ২৮ হাজার ৫৯১ কি.মি.. মোট উপকেন্দ্রের সংখ্যা ১,২৮৯ টি, যার মোট ক্ষমতা ১৭,৩৬০ এমভিএ। বর্তমানে সিস্টেম লস ৯.০১%।

০৩ ॥ "শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এই মহতী স্বপ্ন ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারী-গণ "আলোর ফেরিওয়ালা" হয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করছেন। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাপবিবো কর্তৃক "উঠান বৈঠক" কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়া সকল ধরনের সংযোগের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে ৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত ট্রান্সফরমার সরবরাহের কারণে বহুমূখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌছার কারণে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিকবত ও সহজতর হয়েছে।

০৪ ॥ আমি অবহিত হয়েছে যে, নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ বিগত ১২/১২/১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করেছে। এ সমিতি কর্তৃক অক্টোবর'২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ৪৮০৫.০৪৮ কি. মি. লাইন নির্মাণ করে মোট ৪,০১,৯৩৮ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বিগত বছরসমূহের খুচরা বিক্রয় মূল্যের তুলনায় পাইকারী বিক্রয়মূল্যের হার বেশি হওয়ায় এবং পল্লী এলাকার বিশাল অংশজুড়ে বিতরণ নেটওয়ার্ক পরিচালনা করার কারণে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালনায় আর্থিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ সমস্যা উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়নের বোর্ডের তরফ থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে, সিস্টেম লস কমিয়ে ও বিদ্যুতের চুরি/অপচয় রোধ করে পরিচালন ব্যয়ের ঘাটতি মোকাবেলার জন্য সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারী/বোর্ড পরিচালক/গ্রাহক সদস্যবৃন্দকেও সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

০৫ ॥ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে একটি স্বাধীন দেশ ও লাল সবুজের পতাকা এনে দিয়েছেন ও সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়নের স্বপ্ন দিয়েছিলেন। আর তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সারা দেশকে বিদ্যুতায়নের আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত করতে সক্ষম হয়েছি। এখন আমাদেরকে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ ও উন্নত গ্রাহকসেবা প্রদানের মাধ্যমে ভিশন-২০৪১ এর লক্ষমাত্রা অর্জনে নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে। নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ৩৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সকলকে সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও আন্তরিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। একই সাথে আমি নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা

মোহাং সেলিম উদ্দিন
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

সভাপতির প্রতিবেদন

"বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম"

নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ৩৮ তম বার্ষিক সদস্য সভার উপস্থিত সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, সমিতি বোর্ডের পরিচালক ও মহিলা পরিচালকবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী-বৃন্দ, পবিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং সম্মানিত উপস্থিতি, সুধী মন্ডলী আসসালামু আলাইকুম।

দূর দূরান্ত থেকে কষ্ট স্বীকার করে নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ৩৮ তম বার্ষিক সদস্য সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সমিতি পরিচা-লনা বোর্ডের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে এলাকার দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ব্রত নিয়ে ১২ ডিসেম্বর ১৯৮১ সালে নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করে। ইতোমধ্যে সমিতির ১টি আংশিক সহ ৬টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত প্রায় ৪৮০৫ কি.মি. লাইন বিদ্যুতায়ন করে ৭১৫ টি গ্রামে মোট ৪০১৯৩৮টি বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহক সংযোগ করেছে।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমবায়ের মূল নীতির উপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত গ্রাহক মালিকানায় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। কাজেই গ্রাহক সদস্যগণই আমাদের নিকট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানীয় ব্যক্তি এবং তারাই আমাদের সকল কর্মের উপলক্ষ্য।

আপনারা অবগত আছেন যে, বিদ্যুৎ বিলই সমিতির আয়ের একমাত্র উৎস। তাই বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকলে সমিতি পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটে। অনেক গ্রাহক সদস্য নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করায় লাইন বিচ্ছিন্ন করাসহ অন্যান্য অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। এছাড়া বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ের লক্ষ্যে সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে তাদের নির্ধারিত কাজের পরিবর্তে গ্রাহকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে তা আদায় করতে হচ্ছে। যার কারণে স্বাভাবিক কর্মকান্ড ব্যহত হচ্ছে। এই অবস্থা মোটেই কাম্য নয়। তাই নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে সমিতির আর্থিক ভিত মজবুত করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

অত্যন্ত দুঃখের সাথে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, কিছু অসাধু ব্যক্তি বা গ্রাহক অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার, মিটার টেম্পারিং করে সমিতিকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। এছাড়াও সমিতির বিতরণ লাইন থেকে ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক মালামাল চুরি হচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন সরকারি সম্পদ নষ্ট হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি আপনাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। সীমিত সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচ-ারী বা আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থঅর মাধ্যমে এই চুরি রোধ করা সম্ভব নয়। তাই গ্রাহক সদস্যগণের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও গণসচেত-নতার মাধ্যমে এহেন চুরিরোধ কল্পে এগিয়ে আসার আহবান জানাচ্ছি।

বর্তমানে বিদ্যুৎ সুবিধার মাধ্যমে মানুষ প্রত্যন্ত গ্রামে বসেও আধুনিক বিশ্বের সমস্য সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। বিদ্যুৎ আমাদের প্রাণ প্রবাহ ও সকল উন্নয়নের চাবিকাঠি। উৎপাদনশীল খাতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে আমরা আমাদের সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন করব। অসুন আমরা একসাথে বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও অপচয় রোধ করি এবং জাতীয় অগ্রগতিতে সহায়ক হই। এই হোক আমাদের প্রত্যয়।

পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ যাবত সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী, বেসরকারি ও দেশী-বিদেশী উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গ, এলাকা পরিচালক, সমিতির কর্মকর্তা-কর্মজারীসহ নিবেদিত প্রাণ ইতোমধ্যে অনেকে ইন্তেকাল করেছেন। আজকের এইদিনে তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। বর্তমানে এ কার্যক্রমের সাথে যাঁরা সম্পৃক্ত থেকে অব্যহত সহযোগিতা করে আসছেন তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করে এবং উপস্থিত সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে শেষ করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

মোঃ জামিল হোসেন
সভাপতি
এলাকা পরিচালক

"ঘুষ প্রদানকারী ও ঘুষ গ্রহণকারী, দুজনই দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে" আল-হাদিস

ব্যালান্স সীট

৩০ জুন ২০২২ খ্রি. (২০২১-২০২২ অর্থবছর)

ক্র. নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
	সম্পত্তি ও অন্যান্য স্থিতি	
	ব্যবহার উপযোগী সম্পদ	
০১.	ব্যবহার উপযোগী চালু সম্পদ	৬,২৫২,৩৫৮,৭৪৩
০২.	অবচয়ের সঞ্চিতি	২,৩৫৮,৯১২,৭৭৪
০৩.	নীট ব্যবহার উপযোগী (১-২)	৩,৮৯৩,৪৪৫,৯৬৯
০৪.	নির্মাণাধীন কাজ	১৮২,০৫৬,২৩৫
০৫.	মোট ব্যবহার উপযোগী সম্পদ (৩+৪)	৪,০৭৫,৫০২,২০৪
	বিনিয়োগ	
০৬.	ডোনেটেড রিজার্ভ ফান্ড	১,০০০,০০০
০৭.	রিপ্লেসমেন্ট রিজার্ভ ফান্ড	৫৪,০০০,০০০
০৮.	বিনিয়োগ সহযোগী কোম্পানী আরপিসিএল	১৪,০১১,৫০০
০৯.	অন্যান্য বিশেষ তহবিল	১,১১১,৫৬৬,৯১৮
১০.	মোট বিনিয়োগ (৬ থেকে ৯)	১,১৮০,৫৭৮,৪১৮
	চলতি ও পুঞ্জিত দেনা	
১১.	নগদ সাধারণ তহবিল	২১৯,৪৯৫,০৭৫
১২.	খুচরা তহবিল	২১০,০০০
১৩.	অস্থায়ী নগদ বিনিয়োগ	-
১৪.	বিদ্যুৎ খাতে পাওনা	১৪২,০২৯,১০১
১৫.	অনাদায়ী হিসাবের সঞ্চিতি (ক্রেডিট)	(৮৭,৩৫৭,৩৬৪)
১৬.	অন্যান্য হিসাবের খাতে পাওনা	২৯৯,৩০৪,১৯৫
১৭.	মালামাল এবং সরবরাহ- বৈদ্যুতিক	৬৯,৭১১,৪৬৯
১৮.	মালামাল এবং সরবরাহ অন্যান্য	১৬৪,৩০৮
১৯.	অগ্রীম প্রদান	-
২০.	অন্যান্য চলতি ও ক্রমপুঞ্জিত সম্পদ	২৫,৭৮৮,৪২৪
২১.	মোট চলতি ও পুঞ্জিত সম্পদ (১১ থেকে ২০)	৬৬৯,৩৪৫,২০৮
	পুঞ্জিত দেনা (ডেফার্ড ডেবিট)	
২২.	সম্পদের অস্বাভাবিক ক্ষতি	৩৫,৬২৫,৮৭৯
২৩.	অশ্রেণী বিন্যাসিত খরচ	১৭,৪৪২,১৬৮
২৪.	অন্যান্য পুঞ্জিত দেনা	২৩,৯৩৪,৮৭৯
২৫.	মোট পুঞ্জিত দেনা (২২ থেকে ২৪)	৭৭,০০২,৯২৬
২৬.	মোট সম্পত্তি ও অন্যান্য স্থিতি (৫+১০+২১+২৫)	৬,০০২,৪২৮,৭৫৬

ক্র. নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
	দায়-দেনা ও অন্যান্য পাওনা	
	ইকুইটি ও লভ্যাংশ	
০১.	সদস্য চাঁদা-সনদপত্র প্রদানকৃত	২,৯৫৮,৩৪৫
০২.	সদস্য চাঁদা-সনদপত্র প্রদানকৃত নয়	১১,৭৯৮,০৫২
০৩.	পরিচালন প্রান্তিক-পূর্ব বৎসব	(১,৩৩৬,৪৩০,৬৫৮)
০৪.	পরিচালন প্রান্তিক-বর্তমান বৎসর	(১৬৬,৩৯৩,৪৬৪)
০৫.	পরিচালন প্রান্তিক-সরকারি ভর্তুকী	১৭,৭৬০,১৬৪
০৬.	অপরিচালন প্রান্তিক-পূববর্তী বৎসব	৪৫৩,৯৪৭,৯৫৬
০৭.	অপরিচালন প্রান্তিক- বর্তমান বৎসব	৩৫,৩৭৬,৮২৯
০৮.	ডোনেটেড মূলধন এবং মূলধনী লাভ-ক্ষতি	৪৭২,৩০২,৩২৪
০৯.	মোট ইকুইটি ও লভ্যাংশ (১ থেকে ৮)	(৫০৮,৬৮০,৪৫২)
	দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ	
১০.	আর ই বি ঋণ- নগদ	-
১১.	আর ই বি ঋণ-মালামাল	৪,১৫৯,০৩৩,১০৫
১২.	আর ই বি ঋণ-প্রভিশনাল	১৬২,৫০০,৭৫২
১৩.	আর ই বি ঋণ-অন্যান্য	-
১৪.	মোট দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (১০ থেকে ১৩)	৪,৩২১,৫৩৩,৮৫৭
	অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ	
১৫.	গ্রাহকদের জামানত	২৯৭,৯৪০,২২৪
১৬.	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দেয় সুবিধা	৭৭৭,৪৭৯,৪৩৮
১৭.	মোট অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (১৫ থেকে ১৬)	১,০৭৫,৪১৯,৬৬২
	চলতি পুঞ্জিত দায়	
১৮.	হিসাব খাতে প্রদেয় দায়	২৩৬,৬৭৯,৬৯৭
১৯.	মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের সুদ	-
২০.	মেয়াদ উত্তীর্ণ সুদ	৪৫৬,৫৩৩,৪২৯
২১.	অন্যান্য চলতি ও পুঞ্জিত দায়	৩০,২৫৬,৬০৯
২২.	মোট চলতি ও পুঞ্জিত দায় (১৮ থেকে ২১)	৭২৩,৪৬৯,৭৩৫
	পুঞ্জিত দায় (ডেফার্ড ক্রেডিট)	
২৩.	নিরাপত্তা অগ্রীম	১১৩,২৫৫
২৪.	গ্রাহক অগ্রীম পুর্নবাসন ও পূনর্নির্মাণের জন্য	৬৯৭,৮২৭
২৫.	অন্যান্য পুঞ্জিত দায়	৩৮৯,৮৭৪,৮৭২
২৬.	মোট পুঞ্জিত দায় (২৩ থেকে ২৫)	৩৯০,৬৮৫,৯৫৪
২৭.	মোট দায় ও অন্যান্য পাওনা (৯+১৪+১৭+২২+২৬)	৬,০০২,৪২৮,৭৫৬

সময় মতো বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে সমিতিকে স্বালম্বী করে তুলুন

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২

জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিবেদন

নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ৩৮ তম বার্ষিক সদস্য সভার সম্মানিত সভাপতি, সমিতি বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে নিয়োজিত সহকর্মীবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ সবাইকে আমি শীতের এই সকালে সশ্রদ্ধ সালাম ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

উপস্থিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,

আজকের এই শুভক্ষণে আমাদের শ্রেষ্ঠতম অর্জন মহান স্বাধীনতার অকুতোভয় সৈনিক বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং আত্মউৎসর্গীকৃত শহীদদের গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ৩৮তম বার্ষিক সদস্য সভায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টির পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। গ্রামাঞ্চলের সাথে শহরের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূরীকরণের উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও শিল্পের বিকাশ, শিক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমুল রুপান্তর সাধনের জন্য বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের মহান সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে এতদবিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়। এরই অংশ হিসেবে সরকার পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুতায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে এদেশে পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌছে দেওয়ার জন্য পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি গঠিত হয়।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,

পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম স্বাধীন বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি সুদৃঢ় সফল সংযোজন। "লাভ নয়- লোকসান নয়" এ নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত এটি জাতীয় কর্মসূচীকে সফল করার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ে নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ নাটোর ও রাজশাহী জেলার ০৬ টি উপজেলো নিয়ে ১৯৮০ সালের ১১ জানুয়ারি নিবন্ধনের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর এলাকাভূক্ত ৬টি উপজেলায় অফ গ্রীড এলাকাসহ নভেম্বর/২০২২ পর্যন্ত ৭১৫ টি গ্রামে প্রায় ৪৮০৫ কিলোমিটার লাইন বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ৪০১৯৩৮, জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করেছে।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

গ্রাহক প্রান্তে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পৌছানোর লক্ষে ইতোমধ্যে ০৫টি উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবৃদ্ধিসহ ০৩টি নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ ও বিদ্যুতায়ন করে উপকেন্দ্রের মোট ক্ষমতা ১০৫ এমভিএ হতে ১৬৫ এমভিএ-তে উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়াও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। যার ধারাবাহিকতায় ইতিমধ্যে চারঘাট ও শুরুদাসপুরে জমি ক্রয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত কাজগুলি সম্পন্ন হলে গ্রাহকগণ আরও ভালমানের বিদ্যুৎ সেবা পাবেন। সম্মানিত গ্রাহক সদস্যগণ যেন নিরাপদ নির্ভরযোগ্য/নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহসহ মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সেবা পেতে পারেন সে জন্য সদর দপ্তরের পাশাপাশি ০৪টি জোনাল অফিস ও ০২টি সাব জোনাল অফিসের মাধ্যমে সেবামূলক সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ কাজের গুণগত মান উন্নতির স্বীকৃতিস্বরূপ ISO 9001:2015 Certificate অর্জন করেছে।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,

নগর ও গ্রামাঞ্চলের বৈষম্য দূরীকরণে তথা গ্রামীণ জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য শিল্প, সেচ ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুতায়নের ফলে অত্র সমিতির এলাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিসহ প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ....টি সেচ যন্ত্রে বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে.... একর জমি সেচের আওতায় এসেছে। আমন মৌসুমে সম্পূরক সেচ চাড়াই শুধুমাত্র বোরো মৌসুমে ১,৫৪,৫৩৬ মেট্রিক টন অতিরিক্ত সবজি ও ফলের বাম্পার ফলন হচ্ছে। এছাড়াও লালপুর, বাঘা ও চারঘাট উপজেলায় আম, লিচু, পেয়ারা, ড্রাগন বিভিন্ন ফলের চাষ হচ্ছে। এছাড়াও শুরুদাসপুর এলাকায় বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য চাষ হচ্ছে। যা সারাদেশে প্রোটিনের চাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। অর্থাৎ অবহেলিত পল্লীর জনপদ আজ কর্মমুখর এবং প্রাণচঞ্চল যা আধুনিক প্রযক্তির সমন্বয়ে এক আলোকিত শহর সমৃদ্ধি জনপদে পরিণত হয়েছে। এটি পল্লী বিদ্যুতায়জন কার্যক্রমের সবচেয়ে সফল দিক।

আমন্ত্রিত সুধীবৃন্দ,

বিদ্যুৎ শীক্ত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় গ্রীডে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যুৎ যুক্ত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশন ২০২১ রুপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সঠিক সিদ্ধান্ত, দিক নির্দেশনা, দিক নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণার নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ ইতোমধ্যে মোট ৬টি উপজেলার শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করেছে।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, এখন পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির নিজস্ব কোন বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা নেই। পিডিবি থেকে নগদ মূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয় পূর্বক গ্রাহক সদস্যদের নিকট বিক্রয় করা হয়। বিদ্যুৎ বিক্রির এই অর্থই সমিতির একমাত্র রাজস্ব আয়ের উৎস। সমিতির উত্তরোত্তর উন্নয়নের ক্রমধারাকে সচল রাখা এবং সমিতিকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার স্বার্থে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা গ্রাহক সদস্যগণের নৈতিক দায়িত্ব। বিদ্যুৎ বিলের অর্থ সরকারি পাওনা। তাই প্রতিমাসে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে সমিতির আর্থিক কাঠামোকে মজবুত করুন এবং সংযোগ করুন এবং সংযোগ বিচ্ছিন্নসহ অনাকাংখিত পরিস্থিতি থেকে মুক্ত থাকুন।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,

বিদ্যুৎ চুরি সিস্টেম লসের অন্যতম কারণ। সমিতির সিস্টেম লস ক্রমাগতভাবে নিম্নমূখী হলেও এখন পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়নি। সিস্টেম লসের কারণে সমিতি প্রতি বৎসর বিরাট অংকের ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। সমিতিকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য সিস্টেম লস একটি বিরাট অন্তরায়। সমিতির অনেক এলাকায় নানাবিধ অভিনব পন্থায় অবৈধ ভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রবণতা সমিতির অস্তিত্বের প্রতি হুমকি স্বরুপ। সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দিবারাত্রি অভিযানের মাধ্যমে সিস্টেম লস নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট রয়েছেন। অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীকে প্রতিহত করুন এবং অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীকে ধরিতে দিতে সহযোগিতা করুন। সমিতির সিস্টেগম লস গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনয়ন পূর্বক সমিতিকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য সম্মানিত গ্রাহব সদস্য সহ সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,

বর্তমানে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সচেতনতা ও অপচয়রোধসহ সরকারি সিদ্ধান্ত প্রতিপালন পূর্বক সমিতির সকল কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য সম্মানিত গ্রাহক সদস্যগণের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি।

সবশেষে বহু দূর-দূরান্ত থেকে কষ্ট করে সভায় উপস্থিত হয়ে আজকের ৩৮ তম বার্ষিক সদস্য সভাকে সাফল্যমন্ডিত করায় সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সমিতির অর্জিত সাফল্য ও কর্মকান্ডে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যু বিদ্যুতায়ন বোর্ড, সমিতি বোর্ড, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী-দেরকে কৃতজ্ঞতা জানাজিচ্ছ।

পরিশেষে উপস্থিত সকলকে জানিয়ে এবং সকলের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সফলতা কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মোঃ মোমীনুল ইসলাম
জেনারেল ম্যানেজার

বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের আশ্বাসে কোন দালাল/প্রতারকের সাথে কোন প্রকার অর্থ লেনদেন করবেন না

নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর

সাম্প্রতিক অর্জন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

২০২১-২০২২ অর্থ বৎসর অর্জনসমূহ :

বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে নাটোর পবিস-২ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অত্র পবিসের অর্জনসমূহ নিম্নরূপ-

* ০১টি নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ : ক্ষমতা ১০ এমভিএ (নয়াবাজার)
* বড়াইগ্রাম-৩ (গড়মাটি) উপকেন্দ্রটি ১০ এমভিএ হতে ১৫ এমভিএ তে উন্নীত হয়েছে
* কাটাখালী এবং নাটোর ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্রের লোড বৃদ্ধি পাওয়ায় ৩৩ কেভি বাসবারের তার, ব্রেকার আপগ্রেডেশন করা হয়েছে।
* গত ০১ বৎসরে লাইন নির্মাণ সম্পন্ন : ৭৬.৭৭৬ কি.মি.
* গত ০১ বৎসরে নতুন সংযোগ প্রদান : ১৬,৩৩১ জন (জুন ২০২২ পর্যন্ত)
* সিস্টেম লস ও বকেয়া মাস হ্রাস পেয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ :

অত্র পবিসের গ্রাহক সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে গ্রাহকের বিদ্যুতের চাহিদা (ব্যবহৃত লোড) বৃদ্ধি পাচ্ছে। অত্র পবিসের পিক লোড প্রায় ৯০ মে.ও। আগামী গ্রীষ্মে ও রমজান মাসে গ্রাহকে চাহিদা মোতাবেক জাতীয় গ্রীড হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া গেলে গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ দেওয়া যাবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাধীন (মডারনাইজেশন) উপকেন্দ্র ০৮টি ক্ষমতা ৮০ এমভিএ

বড়াইগ্রাম-৪, গুরুদাসপুর-৩, লালপুর-২,৩,৪,৫, চারঘাট-৩, বাঘা-২

২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের সম্ভাব্য লক্ষ্য সমূহ :

* ১১১ কি.মি নতুন লাইন নির্মাণ করা হবে।
* বকেয়া মাস লক্ষ্যমাত্র ১.০০ মাস
* সিস্টেম লস লক্ষ্যমাত্রা ০৯.৯০%

নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর টেলিফোন, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল এ্যাড্রেস

সদর দপ্তর :	
জেনারেল ম্যানেজার	০৭৭২৩-৫৬০৯৩
	০১৭৬৯-৪০০০৫৯
ডি.জি.এম সদর (কারিগরি)	০১৭৬৯-৪০২০৫৭
এ.জি.এম (অর্থ)	০১৭৬৯-৪০০৬৮১
এ.জি.এম (প্রশাসন)	০১৭৬৯-৪০০৬৮০
এ.জি.এম (ও এন্ড এম)	০১৭৬৯-৪০০৬৮৩
এ.জি.এম (ই.এন্ড.সি)	০১৭৬৯-৪০০৬৮৪
এ.জি.এম (সঃ সে)	০১৭৬৯-৪০০০৬৮২
অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৬৩১
টেলিফোন	০৭৭২৩-৫৬০১১
ফ্যাক্স	০৭২৩-৫৬২০৪
ই-মেইল : natorepbs2hq@yahoo.com	
ওয়েব এ্যাড্রেস : www.natorepbs2.org	
চারঘাট জোনাল অফিস :	
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	০১৭৬৯-৪০০২২৮
টেলিফোন	০৭৭২৩-৫৬০৩৬
এজিএম (ও এন্ড এম)	০১৭৬৯-৪০২৩৭৬
অভিযোগ কেন্দ্র	
ই-মেইল : natorepbs2charzo@yahoo.com	
গুরুদাসপুর জোনাল অফিস :	
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	০১৭৬৯-৪০০২২৯
টেলিফোন	০৭৭২৪-৭৪০২৮
এজিএম (ও এন্ড এম)	০১৭৬৯-৪০০৬৮৬
অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৬৩৫
ই-মেইল : natorepbs2guruzo@yahoo.com	
লালপুর জোনাল অফিস :	
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	০৭৭২৫-২৫১১৬
এজিএম (ও এন্ড এম)	০১৭৬৯-৪০০৬৮৭
অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৬৩৩
ই-মেইল : natorepbs2lalpurzo@yahoo.com	

বাঘা জোনাল অফিস :	
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	০১৭৬৯-৪০৭৩০৭
টেলিফোন	০৭৭৩৩-৫৬০৮৩
এজিএম (ও এন্ড এম)	০১৭৬৯-৪০১৬৮৫
অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৬৪০
ই-মেইল : natorepbs2baga@yahoo.com	
লক্ষীকোল সাব-জোনাল অফিস	
এজিএম (ও এন্ড এম)	০১৭৬৯-৪০৭৫৫৬
অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৬৩০
ই-মেইল : natorepbs2laxmi@yahoo.com	
দয়ারামপুর সাব-জোনাল অফিস	
এজিএম (ও এন্ড এম)	০১৭৬৯-৪০৭৭৮৯
অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০২০৫৮
ই-মেইল : natorepbs2dzo@yahoo.com	
অভিযোগ কেন্দ্র সমূহের মোবাইল নম্বর	
রাজাপুর	০১৭৬৯-১০১৬৩২
আব্দুলপুর	০১৭৬৯-৪০১৬৩৪
আড়ানী	০১৭৬৯-৪০১৬৪১
জোনাইল	০১৭৬৯-৪০৭৮৯২
খুবজীপুর	০১৭৬৯-৪০১৬৩৭
নাজিরপুর	০১৭৬৯-৪০১৬৩৮
নন্দনগাছী	০১৭৬৯-৪০২০৫৯
ইউসুফপুর	০১৭৬৯-৪০২২১০
কলসনগর	০১৭৬৯-৪০৭৫৫৭
চকরাজাপুর	০১৭৬৯-৪০৭৭০৯

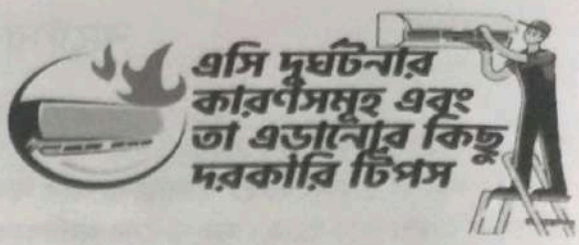

এসি দুর্ঘটনার কারণসমূহ

★ অনেক দিনের পুরনো অথবা নিম্নমানের এসি ব্যবহার করা।
★ রুমের আকার অনুযায়ী সঠিক ক্ষমতার এসি ব্যবহার না করা।
★ কম্প্রেসরের ভেতরে ময়লা আটকে জ্যাম তৈরি হয়ে যাওয়া।
★ এসি থেকে গ্যাস লিক হয়ে তা রুমের বা এসির ভেতরেই জমে থাকা।
★ টানা দীর্ঘক্ষণ এসি চালানোর ফলে এসির প্রেশার বেড়ে যাওয়া।
★ এসির ভেতরের বা বাইরের বৈদ্যুতিক তার নড়বড়ে হয়ে শর্টসার্কিটের ঝুঁকি বেড়ে যাওয়া।
★ ইলেকট্রিক হাই ভোল্টেজের কারণে এসির যন্ত্রের ওপর চাপ তৈরি হওয়া।
★ দীর্ঘদিন যাবৎ এসির সার্ভিসিং না করানো।
★ এছাড়াও বজ্রপাত বা বৃষ্টির সময়ে এসি চালানো ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ ভালো আর্থিং ব্যবস্থা না থাকলে এটিও এসির দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে।
★ উইন্ডো টাইপ এসির সামনে জানালা বা দরজার পর্দা চলে এলে বাতাস চলাচলে বাধাগ্রস্ত হয়।

এসি রক্ষণাবেক্ষণ

☞ কোনো ঝামেলা হলে প্রথমেই এসি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করুন। প্রত্যেকটি ওয়্যার খুলে ফেলে এবং পুনরায় সংযুক্ত করুন। এসির সাথে দেয়া ব্যবহার বিধি অনুসারে পুনরায় এসি চালু করুন।

☞ কোনো ধরণের ইলেক্ট্রিকাল ক্ষতি থেকে ডিভাইসগুলোকে রক্ষা করাই সার্কিট ব্রেকারের কাজ। কোনো কারণে এসি যদি কাজ না করে তাহলে প্রথমেই সার্কিট ব্রেকার চেক করুন। অনেকগুলো ডিভাইস একটি সার্কিট ব্রেকারে সংযুক্ত থাকলে অনেক সময় এসি কাজ করেনা, তাই এসির জন্য আলাদা সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করা ভালো।

☞ ফিল্টার নিয়মিত সময় পরপর বদলানো উচিৎ। এসির এই অংশটি যতটা পরিষ্কার থাকবে, ততটাই সচল থাকবে এসি। নোংরা এবং ময়লাযুক্ত ফিল্টার এসিকে নিয়মিত কাজে বাঁধা দেয়, ফলে অনেক সময় ঘর ঠান্ডা করার বদলে ঘরকে গরম করে তুলতে থাকে এয়ার কন্ডিশনারটি।

☞ এসির ফ্যানের কাজ ক্রমাগত গরম বাতাস বের করে দেওয়া। এই কাজটি করতে করতে অনেক ধুলোবালি ও ময়লাকেও আকৃষ্ট করে এই ফ্যান। একারণে ফ্যান থেকে আসতে পারে আওয়াজ, ফলে এসির স্বাভাবিক কাজে আসবে বাঁধা। তাই এই ফ্যানটির বেডকে খুব সাবধানতার সাথে পাতলা কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করা উচিত।

☞ ভেতরের গরম বাতাস বাইরে বের করে দেওয়াই কম্প্রেসারের কাজ। তবে এই কাজটি করতে করতে অনেক ধুলোবালি এবং ময়লা জমে ওঠে এই অংশটিতে। এই অংশটিতে যদি ময়লা জমে ওঠে তাহলে গরম বাতাস স্বাভাবিকভাবে বের হবে না। ফলে ঘর ঠিকমত ঠান্ডা হবে না। তাই একটি ব্রাশ দিয়ে আলতো ভাবে এসির এই অংশটি নিয়মিত সময় পরপর পরিষ্কার করতে হবে।

☞ এসি ঠিকমত কাজ না করলে, খেয়াল করুন এসিতে কোনো লিক রয়েছে কি-না। এই লিকের কারনে অনেকসময় এসি কার্যকরী থাকেনা, ফলে ঘরও ঠান্ডা হয়না। তাই, এসিতে কোনো লিক খুঁজে পেলে তা ফয়েল টেপ দিয়ে শক্তভাবে ঢেকে দিন।

☞ এসি যদি ব্যাটারি চালিত হয় তবে তা নির্দিষ্ট সময় পরপর বদলাতে হয়। তাই কখনও যদি এসি কাজ না করে তাহলে ভয় না পেয়ে ব্যাটারি চেক করুন।

☞ আপনার ঘরের ইলেক্ট্রিসিটি যদি কম ভোল্টেজে চলে তাহলে আপনার এসি কার্যকরী হবেনা। বরং যন্ত্রটি আরও ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তাই, ঘরে এসি বসানোর আগে আপনার ইলেক্ট্রিকাল ভোল্টেজ সম্বন্ধে জেনে নিন।

☞ এসির কাজ ঘরের নরমাল অথবা গরম বাতাসকে ঠান্ডা বাতাসে রূপান্তরিত করা। প্রথমে বাতাসকে তরলে রূপান্তরিত করে সেই পানিকে ড্রেনেজ পাইপের মাধ্যমে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। এই কাজের সময় বিভিন্ন ময়লা আবর্জনা জমে এই পাইপে, ফলে নিয়মিত পরিষ্কার না করলে ব্যাহত হবে এসির স্বাভাবিক কাজ। তাই নিয়মিত ড্রেনেজ পাইপ পরিষ্কার করা উচিৎ।

☞ ভেতরে বরফ জমে থাকলে এসি কাজ করবেনা। বরফ জমলে এসি বন্ধ করে শুধু ফ্যানটি ছেড়ে রাখুন। এতে বরফ জমাট ভাঙতে থাকবে এবং একসময় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

দুর্ঘটনা এড়াতে...

- পেশাদার টেকনিশিয়ান দিয়ে এসি নিয়মিত সার্ভিসিং করুন।
- রুমের আকার অনুযায়ী সঠিক মাত্রার এসি নির্ধারণ করুন।
- নির্ভরযোগ্য ব্র্যান্ডের এসি কিনুন।
- দীর্ঘসময় একটানা এসি না চালিয়ে মাঝে মাঝে বিরতি দিন।
- বৈদ্যুতিক সংযোগ, সকেট, ফিল্টার নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করুন।
- হাই ভোল্টেজ এড়াতে সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করুন।
- বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সময় এসির ব্যবহার বন্ধ রাখা এবং বাড়ির ছাদে বজ্র নিরোধক ব্যবস্থা রাখুন।
- শীত মৌসুমের পর এসি চালানোর পূর্ব মুহূর্তে প্রতি বছর অবশ্যই একজন টেকনিশিয়ানের মাধ্যমে এসির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়ে নিন।
- এসির তাপমাত্রা ২৫° সেলসিয়াস বা তদূর্ধ্ব রাখুন।

সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ ব্যবহারে সম্মানিত গ্রাহকের ভূমিকা

বিদ্যুৎ সভ্যতার উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। প্রচলিত আছে যে দেশে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার যত বেশী, সে দেশে জীবন যাত্রার মান তত উন্নত। এখন বাংলাদেশে সব জায়গায় বিদ্যুতের সুবিধা পৌঁছে গেছে। বর্তমানে দেশে সর্বত্র বিদ্যুতের কারণে গ্রাম আর শহরের মধ্যে কোন পার্থক্য পাওয়া যায় না। "কুটির শিল্প ক্ষুদ্র কাজ- সব কিছুতে বিদ্যুৎ আজ"। কিন্তু মহামূল্যবান বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাস, কয়লা, তেল বা ক্ষেত্র বিশেষে পানি বা বায়ু ব্যবহার হয়ে থাকে। ব্যবহৃত এ শক্তি বা জ্বালানিগুলোর বহুবিধ ব্যবহার বা এর ক্রয়মূল্য বা পরিবহন পরিচালন কাজে বিপুল অংকের অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে। তাছাড়া এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেয়ে এক ইউনিট বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা অনেক সহজ। তাই এই বিদ্যুতের ব্যবহারে সকলকে সাশ্রয়ী হওয়া প্রয়োজন।

নিম্নোক্ত পদ্ধতি সমূহ অনুসরণের মাধ্যমে সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ ব্যবহারের জনসচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য সবাইকে আহবান জানানো হল:

০১। দিনের বেলায় জানালার পর্দা সরিয়ে রেখে দিনের আলোর সর্বোচ্চ ব্যবহারপূর্বক পরিমিতভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বিদ্যুতের অপচয় রোধ করা;

০২। সকল প্রকার আলোকসজ্জা পরিহার করা। বিদ্যুৎ চলে গেলে বাসার যে অংশে বিদ্যুতের বিকল্প ব্যবহার হয় বিদ্যুৎ থাকা অবস্থায় সে অংশে বিদ্যুৎ ব্যবহারের অভ্যাস করা।

০৩। সি.এফ.এল/এলইডি প্রভৃতি এনার্জি সেভিং বাল্ব বা এলইডি ব্যবহার করা;

০৪। ম্যাগনেটিক ব্যালেষ্টের পরিবর্তে ইলেকট্রনিক ব্যালেষ্ট ব্যবহার করা;

০৫। এ.সির তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস বা এর উপরে রাখা; সম্ভব হলে এসি ব্যবহার হতে বিরত থাকা;

০৬। সান্ধ্যকালীন সময়ে বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি, হিটার, ওভেন, এসি, ওয়েল্ডিং, রি-রোলিং মিল ইত্যাদি না চালানো;

০৭। গৃহস্থালির ব্যবহৃত পাম্প, আইপিএস, চার্জার দিনের বেলায় ব্যবহার করা;

০৮। সান্ধ্যকালীন সময়ে ও বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত্রী ১১:০০ টা পর্যন্ত সেচ পাম্প না চালিয়ে রাত্রীকালীন সময়ে পাম্প চালানো। এ সময় বিদ্যুতের ভোল্টেজ সঠিক থাকে, তাছাড়া রাত্রীতে মাটি ঠান্ডা থাকে এবং সূর্যতাপে পানির অপচয় হয় না বলে কম সময় পাম্প চালিয়ে অধিক জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব।

০৯। মনে রাখবেন ধান গাছ কোন জলজ উদ্ভিদ নয়। কাজেই জমিতে সব সময় পানি জমিয়ে না রেখে পর্যায়ক্রমে ভিজানো ও শুকানো (AWD)পদ্ধতি অনুসরন করা; এতে সেচ খরচ কম হবে অপর দিকে ফলন বৃদ্ধি পাবে।

১০। পরিবেশের কথা বিবেচনায় রেখে পানি কম লাগে এমন শস্যক্রম (ক্রপিং প্যাটার্ণ) অনুসরণ করা। বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে বোরো ধানের পরিবর্তে পানি সাশ্রয়ী আউশ ধানের চাষ করা। এতে করে একদিকে যেমন সেচ প্রয়োগে বিদ্যুৎ খরচ কম হবে, অপরদিকে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমে যাবে।

১১। পানি সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনায় বোরো চাষ করতে হলে স্বল্প জীবনকাল (১৪৫ দিনের কম) সম্পন্ন ধান যেমন- ব্রি ধান ২৮, ব্রি ধান ৮৪ বা ব্রি ধান ৮৮ চাষ করা যেতে পারে।

১২। সেচের ক্ষেত্রে সোলার ইরিগেশন পাম্পের ব্যবহার বাড়ানো যেতে পারে। জমিতে স্থাপিত সোলার প্যানেলের নিচের জমি পতিত না রেখে ছায়া পছন্দকারী ফসলের চাষ করা যেতে পারে।

১৩। গ্রীড বিদ্যুতের পাশাপাশি সোলার প্যানেল স্থাপন করে সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার করা যেতে পারে। মাঠে বা জমিতে ছাড়াও বহুতল ভবনের ছাঁদে সোলার প্যানেল স্থাপন করে গ্রীড বিদ্যুতের উপর চাপ কমানো যেতে পারে।

১৪। সান্ধ্যকালীন সময়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ চালু না রাখা বা সম্ভব হলে হলি-ডে স্ট্যাগারিং (সাপ্তাহিক ছুটি) করে শিল্প প্রতিষ্ঠান চালানো।

১৫। সি.এন.জি/পেট্রোল ফিলিং ষ্টেশনে সীমিত সংখ্যক এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করা;

১৬। বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান/শপিংমল রাত্রী ৮:০০ ঘটিকার মধ্যে বন্ধ করা; আলোকসজ্জার জন্য কম পরিমাণে বৈদ্যুতিক বাল্ব ব্যবহার করা।

১৭। ইজিবাইক, অটোরিক্সা ইত্যাদিতে অবৈধভাবে চার্জিং না করা।

১৮। মিটারবিহীন/অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার ও পার্শ্ব সংযোগ প্রদান হতে বিরত থাকা;

১৯। পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান উন্নয়নে সেচ ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত মানের ক্যাপাসিটর স্থাপন করতে হবে;

২০। ঘর হতে বের হবার সময় বৈদ্যুতিক সুইচ বন্ধ হল কিনা, তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

কোন কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে ধৈর্য্য সহকারে সহযোগিতা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হল।

বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা

SAFETY FIRST

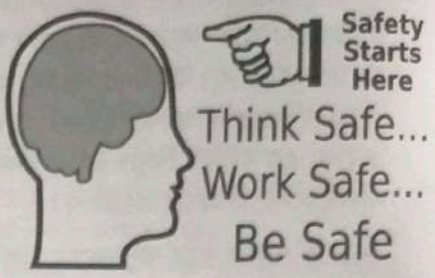

জননিরাপত্তার স্বার্থে সম্মানিত গ্রাহক সদস্যগণের করণীয় :

- বৈদ্যুতিক ছেঁড়া তার স্পর্শ করবেন না, ছেঁড়া তার হতে নিজে নিরাপদ থাকুন অন্যকে নিরাপদ রাখুন। বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে গেলে ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে আগুন লাগলে হরুরী ভিত্তিতে বিদ্যুৎ অফিসকে অবহিত করতে হবে।
- পার্শ্ব সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহার বে-আইনি এবং খুবই ঝুকিপূর্ণ। পার্শ্ব সংযোগের তার ছিঁড়ে গিয়ে/লিক হয়ে তাৎক্ষণিক বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। পার্শ্ব সংযোগ প্রদান পরিহার করুন। বৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণের জন্য অফিসে যোগাযোগ করুন।
- হুকিং/অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের কারণে আর্থিক জরিমানা/ফৌজদারী মামলা হতে পারে। অবৈধভাবে ব্যবহার করলে বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার পরিহার করুন।
- গাছ কেটে বৈদ্যুতিক তারে ফেললে জীবনহানি ঘটতে পারে/বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নষ্ট হতে পারে। বিদ্যুৎ অফিস কর্তৃক বিদ্যমান লাইনের উভয় পার্শ্বে ১০ ফুট করে গাছপালা ছেটে দেওয়া হয়। নিরাপত্তার স্বার্থে গাছপালা কর্তনে অফিসকে সহযোগিতা করুন এবং বৈদ্যুতিক লাইনের নিচে ঝুঁকি পূর্ণ গাছপালা/লতা জাতীয় উদ্ভিদ রোপন পরিহার করুন।
- সার্ভিস ড্রপ তার/বৈদ্যুতিক তারে কাপড় চোপড় শুকানো পরিহার করুন। বৈদ্যুতিক লাইনের নিচে টানা তার/খুঁটির সাথে গবাদী পশু বাঁধবেন না।
- বৈদ্যুতিক লাইনের খুঁটিতে ডিসের তার টানা এবং লাইনের কাছাকাছি ডিস এন্টেনা স্থাপন পরিহার করুন।
- গৃহস্থালী ওয়্যারিং এর জন্য ভালো মানের ও সঠিক রেটিং এর তার/সার্কিট ব্রেকার/ফিউজ ব্যবহার করুন। যন্ত্রপাতি ও জীবনের নিরাপত্তার জন্য অবশ্যই সঠিক মানের গ্রাউন্ডিং ব্যবহার নিশ্চিত করুন।
- নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার আপনার জীবনে কল্যাণ বয়ে আনুক।
- বৈদ্যুতিক লাইনের পার্শ্বে ঘুড়ি বা গ্যাস বেলুন উড়াবেন না। এই ঘুড়ি বা গ্যাস বেলুন বৈদ্যুতিক লাইনে পড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্ন ঘটাতে পারে।
- গৃহ/ভবন নির্মাণ করার ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক লাইন হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনার কাজ শুরু করুন। মনে রাখবেন "Safety First"
- ছোট ছেলেমেয়েদের কখনোই সুইচ, সকেট, হোল্ডার অথবা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিয়ে খেলতে দিবেন না।
- বৈদ্যুতিক লাইনে কাজ করার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইলেকট্রিশিয়ানদের সাহায্য নিন।
- কৌতুহল বশতঃ লাইনের উপরে রশি, আগাছা, মৃত সাপ ইত্যাদি ছুঁড়ে মারবেন না। ছোট ছেলে মেয়েদের এই ধরণের কাজ থেকে বিরত রাখুন।
- বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনাজনিত অগ্নিকান্ডে কখনো পানি দিবেন না। প্রথমে মেইন সুইচ বন্ধের ব্যবস্থা নিন এবং বালি বা মাটি দ্বারা আগুন নিভানো চেষ্টা করুন। নিকটস্থ বিদ্যুৎ অফিস এবং ফায়ার সার্ভিস অফিসকে অবহিত করুন।
- বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন এড়াতে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন। অফিসের ক্যাশ শাখায় অফিসের রশিদ ব্যতিত আর্থিক লেনদেন হতে বিরত থাকুন। বিদ্যুৎ অফিসের নাম করে কেউ কোন টাকা দাবি করলে তাকে আইন শৃংখলা বাহিনীর হতে তুলে দিন।

পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য

সিস্টেম লস (বিলিং মিটার)

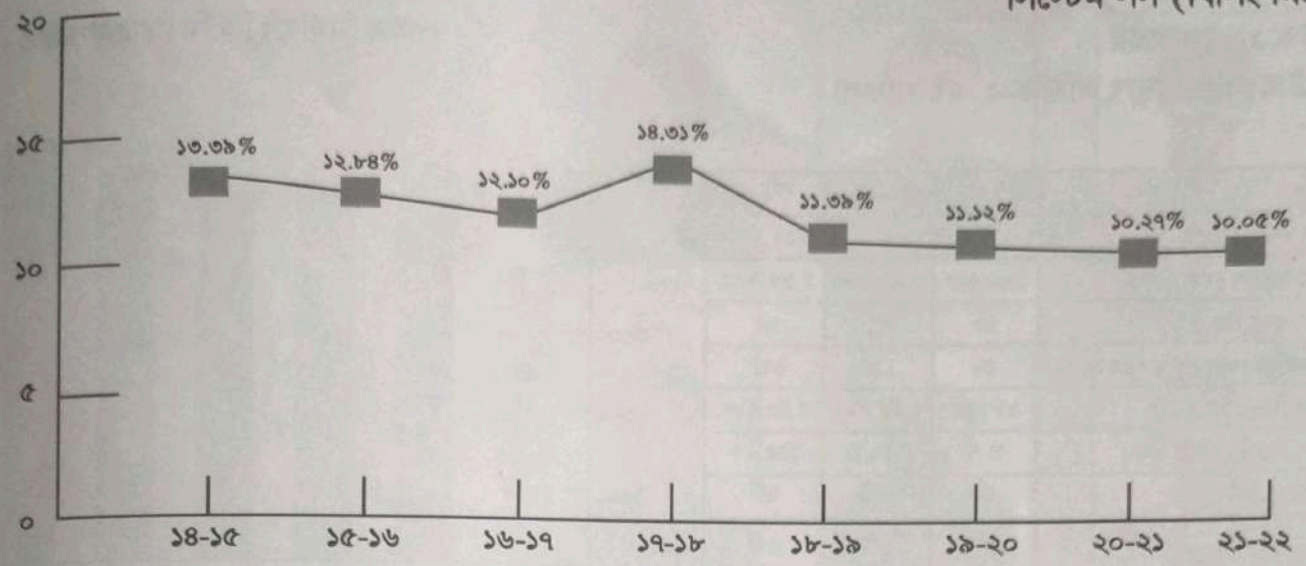

বিদ্যুৎ বিল ও আদায়

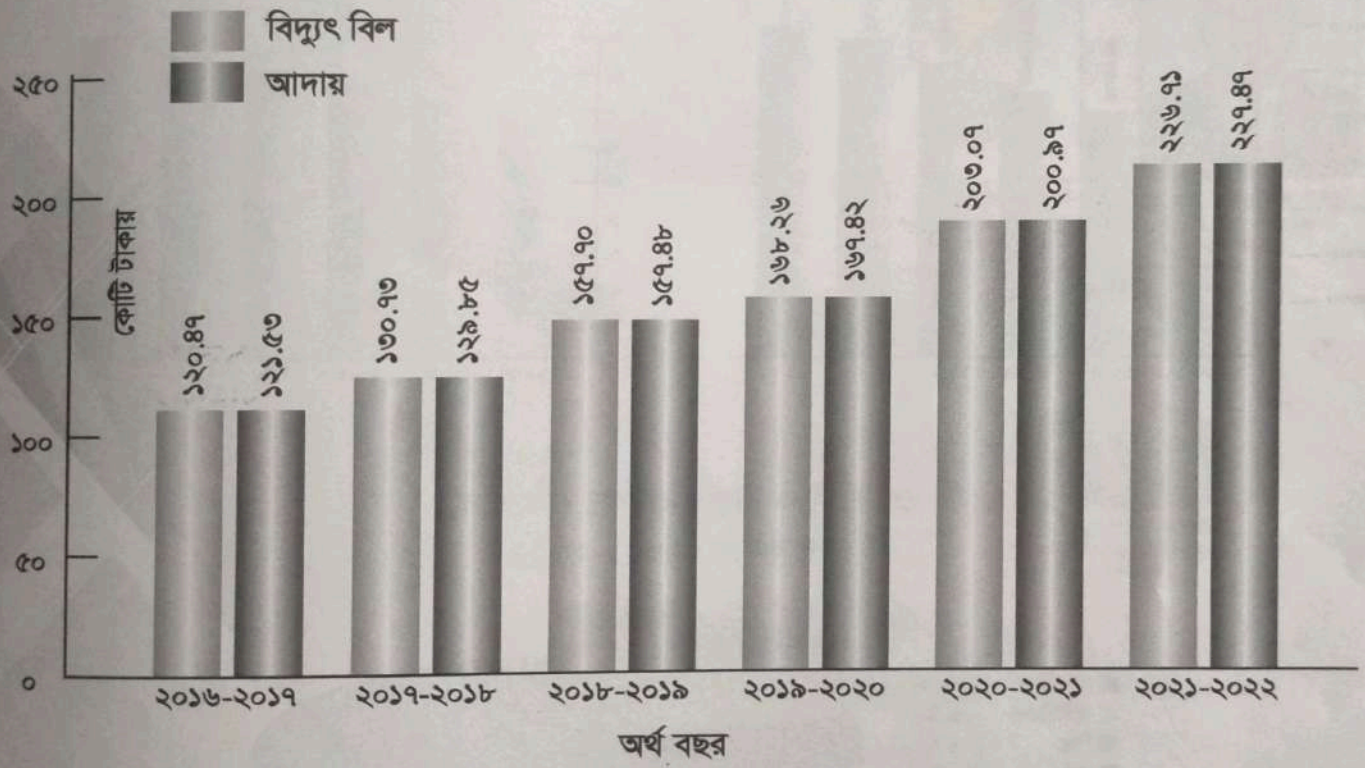

অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীকে ধরিয়ে দিন, আপনার পরিচয় গোপন রাখা হবে

বিগত ১২ বৎসরের
নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর সাফল্য

বিবরণ	জুন-০৯	জুন-২২	বৃদ্ধি
লাইন নির্মাণ (কি.মি.)	২,৫১৫	৪৭,৯৭	২২,৮২
গ্রাহক সংযোগ (জন)	১,০২,২২৯	৩,৯৭,৮৬৪	২,৯৫,৬৩৫
বিদ্যুৎ প্রাপ্তি (মে.ও.)	২৮	৯০	৬২
উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি (এম.ভি.এ)	৩৮	১৬০	১২৫
বিদ্যুৎ বিক্রয় (মে.ও.ঘ.)	৮৮,৭০৫	৪,২৯,২৯২	৩,৪০,৫৮৭
বিদ্যুৎ বিক্রয় (কোটি টাকা)	৩১.৪৮	২২৬.৭১	১৯৫.২৩
উপকেন্দ্র নির্মাণ	৪টি	১০টি	৬টি
ক্ষমতা বর্ধন উপকেন্দ্র	-	৪ টি ২৫ এমভিএ	৪ টি ২৫ এমভিএ

লাইন নির্মাণ (কি.মি) (ক্রমপুঞ্জিত)

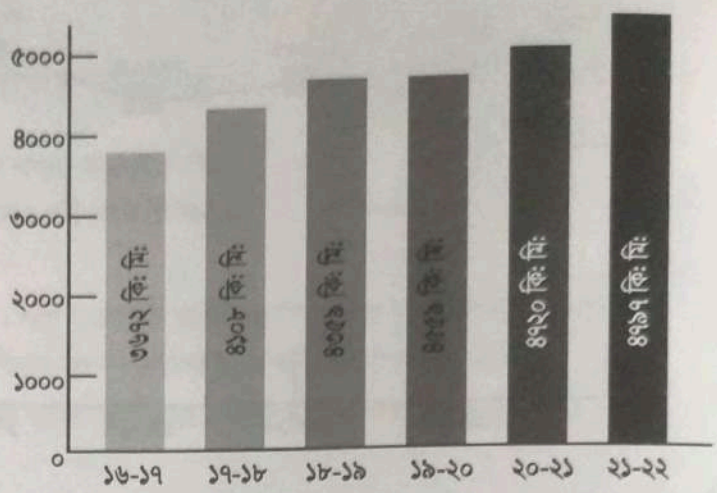

ক্রমপুঞ্জিত গ্রাহক সংখ্যা

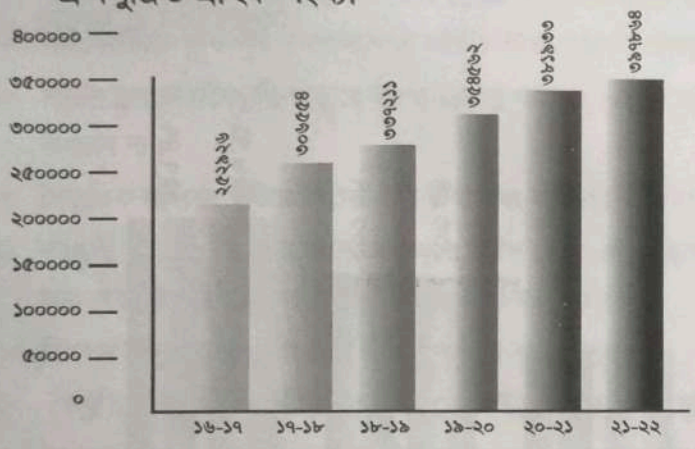

বিদ্যুৎ প্রাপ্তি (মে.ও.)

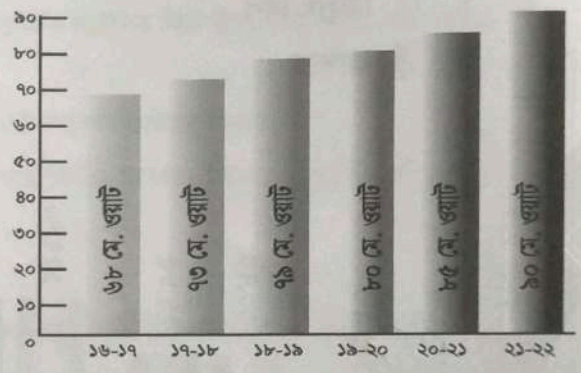

শ্রেণিভিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবহার (কি.ও.ঘ.)
অর্থ বৎসর : ২০২১-২০২২

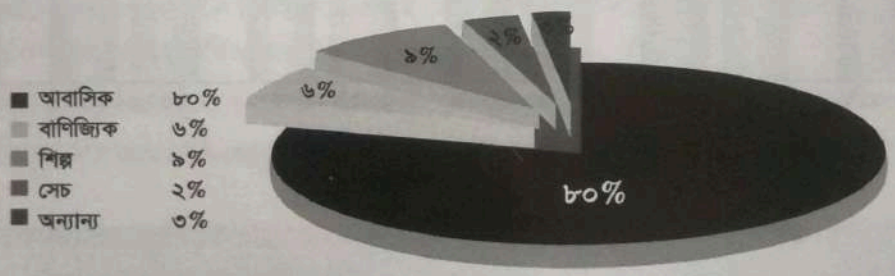

সমিতির বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচিতি

মোঃ মোমীনুল ইসলাম
জেনারেল ম্যানেজার

মোঃ আব্দুর রশীদ
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

প্রকৌঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
(কারিগরি)

রঞ্জন কুমার সরকার
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

সুবীর কুমার দত্ত
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

মোঃ রেজাউল করিম খান
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

মোহাম্মদ ওয়াদুদ হোসেন
সহকারী জেনারেল ম্যানেজার
(ও এন্ড এম)

মোঃ মোকলেছুর রহমান
সহকারী জেনারেল ম্যানেজার
(ই এন্ড সি)

এস.এম আব্দুল খালেক
সহকারী জেনারেল ম্যানেজার
(ও এন্ড এম)

মোঃ মনিমুল ইসলাম
সহকারী জেনারেল ম্যানেজার
(ও এন্ড এম)

মোঃ মামুন উর রশিদ
সহকারী জেনারেল ম্যানেজার
(ও এন্ড এম)

মনজুরুল আলম সোহাগ
সহকারী জেনারেল ম্যানেজার
(প্রশাসন)

মোঃ সোহাইল আকরাম
সহকারী জেনারেল ম্যানেজার
(অর্থ)

মোঃ তোজাম্মেল হোসেন
সহকারী জেনারেল ম্যানেজার
(ও এন্ড এম)

কে.এম. খোরশেদ আলম
সহকারী জেনারেল ম্যানেজার
(ও এন্ড এম)

মোঃ রাকিবুল হাসান
সহকারী জেনারেল ম্যানেজার
(আইটি)

আসাদুল্লাহিল গালিব
সহকারী জেনারেল ম্যানেজার
(আইটি)

মোছাঃ কানিজ ফাতিমা
সহকারী জেনারেল ম্যানেজার
(মানব সম্পদ)

মোঃ ওয়ালিউল ইসলাম
সহকারী জেনারেল ম্যানেজার
(ও এন্ড এম)

বাপবিবো কর্মকর্তাবৃন্দ

মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
এসওডি, নাটোর

মোঃ ইমরান খান
সহকারী প্রকৌশলী
এসওডি, নাটোর

"আমরা কর্মী, আমরা দক্ষ- গ্রাহক সেবাই আমাদের লক্ষ্য"

আলোকচিত্রে নাটোর পবিস-২ এর কর্মকান্ড

রাজশাহী জেলায় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা'২০২২ এ চারঘাট জোনাল অফিস শ্রেষ্ঠ স্টল হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় নাটোর পবিস-২ এর চারঘাট জোনাল অফিসের ডিজিএম'কে ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করেন মাননীয় মেয়র, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এবং জেলা প্রশাসক, রাজশাহী মহোদয়।

জনাব মোঃ শাহরিয়ার আলম এম পি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়'কে নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রদান করেন পবিসের জেনারেল ম্যানেজার এবং চারঘাট ও বাঘা অফিসের ডিজিএম বৃন্দ।

বার্ষিক সদস্য সভায় অনুষ্ঠিত লটারী বিজয়ী গ্রাহককে পুরস্কার প্রদান করছেন নাটোর ৪ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব অধ্যাপক আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস।

লালপুর উপজেলার নওশাড়া সুলতানপুর গ্রামের বিদ্যুতায়নের শুভ উদ্বোধন করছেন জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম (বকুল) এম.পি, ৫৮ নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) এবং সদস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ/লোড শেডিং দূরীকরণ বিষয়ে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত আছেন পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন। এ সময় নাটোর পবিস-২ এর জেনারেল ম্যানেজার জনাব মোঃ মোমীনুল ইসলাম সহ পবিস-এর অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এ অনুষ্ঠিত রাজশাহী অঞ্চলের লোড ম্যানেজমেন্ট কমিটি সভায় উপস্থিত নেসকো লিঃ রাজশাহী এর প্রধান প্রকৌশলী জনাব আব্দুর রশিদ সহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, পিজিসিবি, বিএমডিএ, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ জেলা ও বিভাগীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ।

নাটোর পবিস-২ এর সৌর বিদ্যুৎ চালিত সেচ প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শন করছেন এডিবি প্রতিনিধি জনাব নাজমুন নাহার, সিনিয়র প্রজেক্ট অফিসার (এনার্জি) সহ প্রকল্প পরিচালক, সমিতি বোর্ডের সভাপতি, সমিতির জেনারেল ম্যানেজার, নির্বাহী প্রকৌশলী এবং ডিজিএমবৃন্দ।

ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত নাটোর পবিস-২ এর ৩৭তম বার্ষিক সদস্য সভায় উপস্থিত সমিতি পরিচালনা বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং সমিতির কর্মকর্তাবৃন্দ।

মুদ্রণে : নাটোর টাউন প্রেস।